দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ঢাকা
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 06 FEB 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

43

20

শিক্ষাঙ্গন

মাধ্যমিক স্তরে বাংলা ভাষা

বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা তথা রাষ্ট্র ভাষা হলেও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বাংলা ভাষায় মোটেই শিক্ষা দেয়া হয় না। ফলে, দেখা যায় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষ করে ৯৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী চিঠিপত্র লেখক দূরে থাক, নামধাম পর্যন্ত শুদ্ধ করে লিখতেও পারে না। এর কারণ, যারা ভাষা দান কাজে নিয়োজিত রয়েছে, তাদের জ্ঞানগুণ ঐ ভাষায় নেই। কোনমতেই ২/৩ বারে এসএসসি পাস করে ও পরে ট্রেনিং দিয়ে শিক্ষকতা কাজে নিয়োজিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা বাংলা ভাষাতে একটি চিঠি ও রচনা লিখতে পারে না। তাই, প্রাথমিক বিদ্যালয় পাস করে ঐসব ছাত্র-ছাত্রী যখন উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তখনও তারা বাংলায় যোগ্য শিক্ষা পায় না। তাই, তারা ভুলে ভরা নোটবুকের সাহায্যে বাংলা শিখতে শুরু করে।

বৃটিশ আমলে মধ্যবঙ্গ এম, ই, এমই, মাদ্রাসা পাস করে ছাত্ররা বাংলায় রচনা, প্রবন্ধ লিখতে পারতো। কারণ, ঐ আমলে যারা শিক্ষকতায় নিয়োজিত হতেন তাদের প্রায় সবই উক্ত তিনটির যে কোন একটি পাস করে পিটি দিয়ে ঐ পেশা বেছে নিতেন।

সেকালে মধ্যবঙ্গ নামক যে ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয় ছিল ওগুলোতে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত কেবল বাংলায় লেখা পড়া শিখানো হত। ঐ বিদ্যালয় পাস করে অনেকেই ৩ বছর মেয়াদী সাধারণ স্কুল পাস করে কেউ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক কেউ বা সহকারী স্কুল পরিদর্শক আবার কেউ কেউ গভর্নমেন্ট উচ্চ বিদ্যালয়ে ভার্নাকুলার শিক্ষক নিযুক্ত হতেন।

বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহে সে আমলে বাংলা ভাষায় দক্ষ বিএ পাস শিক্ষক নিয়োগ করা হতো। সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের ৯ম ও দশম শ্রেণীতে বিএ অনার্স বিটি পাস শিক্ষকগণ লেখাপড়া করাতেন। ফলে, ছাত্ররা বাংলা ভাষায় দক্ষ হয়ে উঠতো। অনার্স পাস শিক্ষকদের কেউ কেউ এসআই অব স্কুলস্ রূপেও মনোনীত হতেন। ঐসব শিক্ষক উচ্চ ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করতেন।

বলা বাহুল্য, উক্ত শিক্ষকদের অনেকেই ক্রমে ক্রমে ডিআই থেকে ডিপিআই পদে উন্নীত হতেন। এসব শিক্ষকদের নিয়োগের ফলে ম্যাট্রিক পাস করার আগেই ছাত্ররা বাংলায় তথ্যমূলক নিবন্ধ ও রচনা লিখতে পারতেন।

এখন আর সে যুগ নেই। আজকাল সরকারী কি বেসরকারী সব বিদ্যালয়ে বড় বড় ডিগ্রীধারী শিক্ষক থাকলেও ছাত্র-ছাত্রীরা নকল, নোট বুক ও গৃহ শিক্ষকের সাহায্যে সব বিষয়ই শিখছে। ফলে, তারা নামকাওয়াস্তে জ্ঞান লাভ করে পরীক্ষা পাস করছে। তবে— বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রায়টিতেই এসএসসি ও আইএ পাস শিক্ষক রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এদের জ্ঞান-গুণ ছাত্র-ছাত্রীদের চাইতেও কম। আজকাল উচ্চ বিদ্যালয়ে বাংলা ব্যাকরণ সঠিকভাবে পড়ানো হয় না। শিক্ষকগণ, পরীক্ষার আগে রচনাসহ ব্যাকরণের বিষয়বস্তু দাগিয়ে দাগিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ঐ বিষয়ে পাস নম্বর পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে থাকেন।

এককালে, এম, ই, এমভি ও মাদ্রাসাসমূহে যেভাবে বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষা দেয়া হতো, আজকাল উচ্চ বিদ্যালয় এবং এমনকি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও সে ভাবে হয় না।

সে সময় বাংলা ব্যাকরণের বিশেষ সন্ধি, কারক, বাক্য সংকোচন, প্রতি শব্দ, বিপরীত শব্দ ও বাক্য বিশ্লেষণ বিশেষভাবে পড়ানো হতো। সে সময় দু'টি রচনার মধ্যে একটি চিন্তামূলক আর অন্যটি সংকেতমূলক রচনা প্রশ্নপত্রে দেয়া হতো। আর আজ যে রচনাটি দেয়া হয়, তা ছাত্র-ছাত্রীরা নকল করেই লিখে থাকে। বাংলায় জ্ঞান অর্জনে সমর্থ থাকায়, তারা নকল করে কোন কিছুই লিখতো না।

আমাদের মতে, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগের বেলায় বাংলায় মৌলিক জ্ঞানের অধিকারী শিক্ষকদের নিয়োগ করা উচিত। নিয়োগের পূর্বে তাদের মৌলিক জ্ঞান বাংলায় আছে কি-না তা পরীক্ষা মারফত যাচাই করে শিক্ষক নিয়োগ করাই শ্রেয়।

তা না হলে, মাধ্যমিক স্তরে বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধন কখনোই সম্ভব হবে না। —এম, এ, বশীর